ত্রৈমাসিক

টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০
www.btrc.gov.bd

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (এপ্রিল-জুন, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

‘বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যসম্মত বার্ধক্যের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি (Digital Technologies for Older persons and Healthy Ageing)’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ১৭ মে সারা বিশ্বে “বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০২২” উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ২৯ মে, ২০২২ রবিবার সকালে বিটিআরসি প্রাঙ্গণে আয়োজিত রোড শো’র উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। এ সময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, বিটিআরসি চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারসহ বিটিআরসি’র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনা করে গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিটিআরসি’র প্রধান সম্মেলন কক্ষে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা প্যাকেজ এবং নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। এছাড়া, অনুষ্ঠানে কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুখবন্ধ

আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছে বিটিআরসি। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সফলতা পেতে টেলিযোগাযোগ খাতে উন্নত দেশের সাথে সমান তালে কাজ করে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ২০২২ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) এ বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন, সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত “ত্রৈমাসিক টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা” প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রকাশনায় যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেসহ বিটিআরসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিগত বছরের অভিজ্ঞতা, অর্জন ও সাফল্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিটিআরসি’র চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। সবার সহযোগিতা নিয়ে বিটিআরসি দৃপ্ত পায়ে সামনে এগিয়ে যাবে, এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা।

শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), বিটিআরসি।

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। www.btrc.gov.bd [হেল্পলাইন-১০০]

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা স্থপতি স্বর্ণকন্যা শেখ হাসিনা

মোস্তাফা জব্বার

আমি শেখ হাসিনাকে কেন আমাদের ডিজিটালকন্যা বা স্বর্ণকন্যা বলছি তার একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। ৬ আগস্ট ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভা চলছিল। চমৎকার আলোচনা হচ্ছিল। সভার শেষ সময়ে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে, দেশে ৪ কোটির মতো ছাত্রছাত্রীকে আপনি ল্যাপটপ নিয়ে ক্লাসে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আপনি জানেন যে, আমরা এসব যন্ত্রপাতি শতভাগ আমদানি করি। এতে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে যায়। আপনি আমাদের এই বাণিজ্যটাকে পাল্টে দিন। আমরা আমদানিকারক থেকে উৎপাদক হতে চাই। আমার এই বক্তব্যের পর অনেকেই বললেন, দোয়েল ফেল করেছে। কেউ কেউ বললেন, বিদেশে বানালে দাম কম পড়ে। প্রধানমন্ত্রী সবার কথা শুনে স্পষ্ট করে বললেন, আপনাদের কথা শুনেছি। আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। আমরা সবকিছু পারি। আমরা কেবল কম্পিউটার বানাব না, কম্পিউটার রপ্তানি করব।

এই বয়সে আমি অনেক দৃঢ়চেতা মানুষকেও দেখেছি। কিন্তু এমন আত্মবিশ্বাসী মানুষ আমি আর একটাও দেখিনি। সবাই যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন তিনি' ৮১ সালে আওয়ামী লীগের হাল ধরে তার দল ও দেশটাকে '৪৭-৭১ সময়কালের লড়াইয়ের মতো করেই '৯৬ পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব দেন। পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া পর্যন্ত তার আত্মবিশ্বাসী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনি থেকে যুদ্ধাপরাধীর বিচার বা জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ তো দূরের কথা, তার দৃঢ়তার সমতুল্য কোনো মানুষকে এখনকার দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না। বাঙালি হিসেবে শেখ হাসিনাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে এজন্য যে, তিনি এই জাতির আত্মাকে পুনরুদ্ধার করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি তার আত্মপরিচয় লাভের জন্য লড়াই করে একাত্তরে বাঙালিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্ভাগ্যবশত '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আমাদের সেই জাতিসত্তাকেও হত্যা করা হয়। শেখ হাসিনা '৮১ সালে বাংলাদেশে এসে জাতির পিতার লড়াইটার পরের স্তরটির নেতৃত্ব দেন এবং '৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে বাঙালি তার জাতিসত্তাকে পুনরুদ্ধার করে। এটি যেমনি করে আওয়ামী লীগের পুনর্জন্ম, তেমনি করে বাঙালিরও পুনর্জন্ম হয়। লক্ষণীয় যে, '৭৫ সালের পর পাকিস্তানপন্থিরা '৪৭ সালের ট্রাম্পকার্ড ধর্মকে ব্যবহার করেছে। শেখ হাসিনা তার বিপরীতে বাঙালি মুসলমানত্বকে এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন যে, ধর্মভিত্তিক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলিম-প্রধান দেশের মাঝে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান পেয়েছে। জাতীয় অগ্রগতির সূচকগুলোকেও যদি সামনে আনা হয় তবে শিক্ষা, দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্য, জিডিপি, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি সব সূচকেই শেখ হাসিনার অর্জন দুনিয়াকে তাক লাগানোর মতো। ১৯৭৫ থেকে ২০০৮ সাল অবধি যা অর্জিত হয়নি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্জন ২০০৯ থেকে '২১ সময়কালে।

আমি যিদি ডিজিটাল বাংলাদেশের কয়েকটি সূচকের দিকে তাকাই তবে খুব সহজেই অনুভব করব যে, আমাদের অগ্রযাত্রাটি কত বিশাল। ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ব্যবহার করত ৮ লাখ মানুষ, এখন সেটি ১১ কোটির ওপরে। মোবাইল ব্যবহার করত তখন প্রায় সাড়ে ৪ কোটি, এখন সেটি প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি (জুন, ২০২২)। এখন প্রতিদিন গড়ে দুহাজার কোটি টাকা মোবাইলে লেনদেন হয়। বস্তুত ২০০৯ থেকে শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে যেসব অসাধারণ অর্জন করেছে তার বিবরণ খুব সংক্ষেপেও এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। একবার অনুভব করুন, এই করোনাকালে শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে না উঠলে আমাদের জীবনযাপন এখন কেমন হতো? সরকার পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা জীবনধারা কী ভয়ঙ্কর সংকটে পড়ত। এটি বিস্ময়কর যে, দেশের করোনা রোগীদের শতকরা ৭০ ভাগ টেলিমেডিসিনে চিকিৎসা নিতে পেরেছে! ভাবা যায় যে, দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যন্ত ফাইবার অপটিকস সংযোগ রয়েছে। এমনকি হাওর, চর, দ্বীপ বা বিল অঞ্চলে রয়েছে ডিজিটাল সংযোগ। বিশ্বের ৮০টি দেশে সফটওয়্যার ও সেবা রপ্তানি, আমেরিকা, নাইজেরিয়া, নেপালসহ বহু দেশে মোবাইল ও ল্যাপটপ রপ্তানি এবং দেশের মোবাইল চাহিদার শতকরা ৭০ ভাগ দেশীয় উৎপাদনে পূরণ করার অবস্থাতে রয়েছি আমরা।

অন্যদিকে তলাহীন ঝুড়ির দেশের মাথাপিছু আয় দুই হাজার ডলার ছাড়িয়ে যাওয়া, শতকরা ৮ ভাগ পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এমনকি করোনাকালেও দক্ষিণ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি পদ্মা সেতুসহ শত শত মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন, সব গৃহহীনকে আবাস গড়ে দেওয়া, শতভাগ শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কমিউনিটি ক্লিনিকের সহায়তায় স্বাস্থ্যসেবা চালুকরণ দূরদর্শী শেখ হাসিনার সফল ও সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুজিববর্ষের প্রলম্বিত সময়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অবস্থান করে, আমরা যখন আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন পালন করেছি, তখন সমগ্র জাতি ও বিশ্বের সব বাংলা ভাষাভাষী মানুষসহ শোষিত মানুষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা শেখ হাসিনার হাতেই বাস্তব হচ্ছে সেজন্য অভিনন্দন এই মহীয়সী স্বর্ণকন্যার প্রতি।

মোস্তাফা জব্বার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলাম লেখক

প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ:

১। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২২ এর উপরে প্রেজেন্টেশন আয়োজন।

২। শুদ্ধাচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম আয়োজন।

৩। Data Information System (DIS) বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৪। কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Annual Performance Agreement (APA) বিষয়ক সভা আয়োজন।

৫। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন।

৬। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত সভা আয়োজন।

৭। কমিশনের সার্ভারসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি শাখার সার্ভার রুমে Online UPS স্থাপন।

৮। কমিশনে আগত দর্শনার্থীদের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ভিজিটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন।

৯। কমিশনের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সেবাসমূহ সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সার্ভিস সাপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (এসএসএম) সফটওয়্যার স্থাপন।

১০। কমিশনের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত।

১১। কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইস্যু ভিত্তিক নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত মেমোসমূহের যথাযথ জবাব প্রদান।

১২। কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ, অফিস ব্যবস্থাপনা ও ই-নথি সিস্টেম এর ব্যবহার প্রণালী ও কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

১৩। "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ও ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয় এবং সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ" শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

১৪। "অফিস শৃংখলা ও নৈতিকতা বিষয়ক" শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

১৫। কমিশনে আগত দর্শনার্থী/অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মূল ফটকে Helpdesk স্থাপন।

তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Citizen Charter বিষয়ক সভা আয়োজন।

চাকুরি বিধি-বিধান, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এবং সরকারি অডিট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ১ম ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২) এর "জনবল কাঠামো" সংক্রান্ত কনটেন্ট এ অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ORGANIZATION TREE OF BTRC

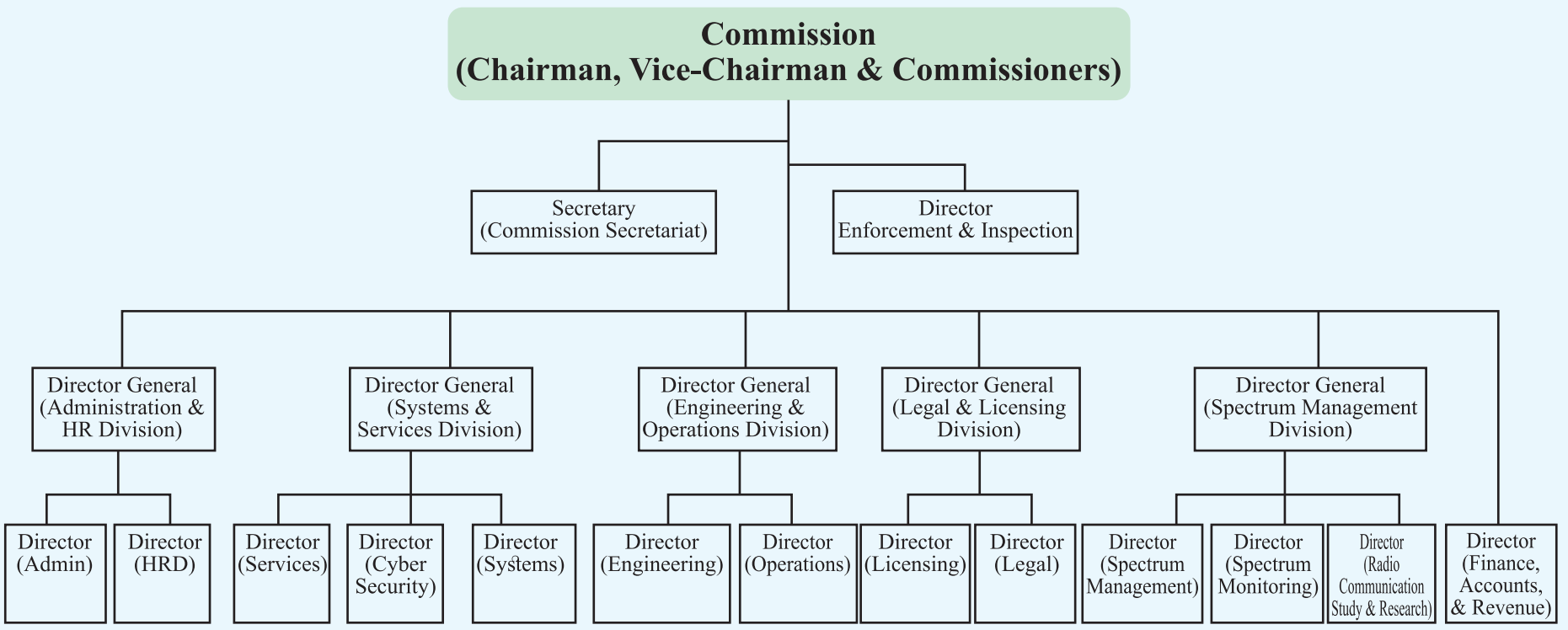

Total Manpower-455 (This organogram shows up to Director)

সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেলের কার্যক্রম

ছবি: অস্ট্রেলিয়াতে "Building Cyber Resilience" প্রশিক্ষণে কমিশনের ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল এর কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক সনাক্তকৃত কনটেন্ট এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ ও সরকারের অন্যান্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত কনটেন্টসমূহ সংরক্ষণ, রিপোর্টিং এবং ডুপ্লিকেশন রোধসহ কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য Content Reporting and Management System (CRMS) এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্ত এবং ডিজিটাল মাধ্যমে আপত্তিকর কনটেন্টসমূহ মনিটরিং এর নিমিত্ত বিটিআরসি'তে মনিটরিং সেন্টার স্থাপনের জন্য ২০২২ সালের জুন মাসে "ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল" কর্তৃক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে গত ১৩-২৪ জুন ২০২২ তারিখে Australia Aid (Department of Foreign Affairs and Trade) এর আর্থিক সহায়তা/স্কলারশিপ এ আয়োজিত অস্ট্রেলিয়াতে "Building Cyber Resilience" প্রশিক্ষণে কমিশনের ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল এর কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২২ সালের এপ্রিল হতে জুন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক পর্ণগ্রাফিক কনটেন্ট, অনলাইন গেমিং, অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা, ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানীমূলক ও উগ্রবাদী কনটেন্টসহ আপত্তিকর কনটেন্ট সংক্রান্ত ১৪ টি ওয়েবসাইট বন্ধ করা হয়েছে।

ISP ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ট্যারিফ প্রদানঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশর সুফল পৌঁছে দিতে ব্রডব্যান্ডের সহজলভ্যতা এবং সহনীয় মূল্য নির্ধারণকে বিবেচনা করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিটিআরসি সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ট্যারিফ নির্ধারণ করে, যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য ট্যারিফ প্রদানের সহিত গ্রাহক সেবা ও সেবার মান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় 'Penalty' শর্ত সহ 'Grade of Service (GoS)' প্রদান করা হয়েছে, ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও বজায় থাকবে।

কমিশন হতে নিম্নছক অনুযায়ী ISP প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্যারিফ অনুমোদন করা হয়েছেঃ

অপারেশনাল আইএসপি (ইএন্ডও এর তথ্যমতে)	এ পর্যন্ত ট্যারিফ অনুমোদনপ্রাপ্ত আইএসপি এর সংখ্যা
১৭৩১	১২৭২

আইআইজি-দের ট্যারিফ প্রদানঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশর সুফল পৌছে দিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনায় বিটিআরসি সকল পক্ষের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সম্মতিতে বিগত ১২-০৮-২০২১ তারিখে লাইসেন্সধারী সকল বেসরকারি আইআইজি প্রতিষ্ঠানদের জন্য সেবার ক্ষেত্রে ট্যারিফ ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণে Service of Grade (SoG) প্রদান করতে সক্ষম হয়। ট্যারিফটি ইতোমধ্যে বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

কমিশন হতে নিম্নছক অনুযায়ী আইআইজি প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্যারিফ অনুমোদন করা হয়েছেঃ

মোট আইআইজি লাইসেন্সির সংখ্যা	সরকারি আইআইজির সংখ্যা	বেসরকারি আইআইজির সংখ্যা	এ পর্যন্ত ট্যারিফ অনুমোদনপ্রাপ্ত আইআইজির সংখ্যা	মন্তব্য
৩৪	২	৩২	২৫	৭টি আইআইজি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

এনটিটিএন-দের ট্যারিফ প্রদানঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশর সুফল পৌছে দিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনায় বিটিআরসি সকল পক্ষের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সম্মতিতে বিগত ১২-০৮-২০২১ তারিখে লাইসেন্সধারী সকল বেসরকারি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানদের জন্য সেবার ক্ষেত্রে ট্যারিফ ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণে Grade of Service (GoS) প্রদান করতে সক্ষম হয়। ট্যারিফটি ইতোমধ্যে বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

কমিশন হতে নিম্নছক অনুযায়ী এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্যারিফ অনুমোদন করা হয়েছেঃ

মোট এনটিটিএন লাইসেন্সির সংখ্যা	সরকারি এনটিটিএন'র সংখ্যা	বেসরকারি এনটিটিএন'র সংখ্যা	এ পর্যন্ত ট্যারিফ অনুমোদনপ্রাপ্ত এনটিটিএন'র সংখ্যা	মন্তব্য
৬	৩	৩	৩	বেসরকারি ৩টি এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানের অনকূলে ট্যারিফ অনুমোদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(এপ্রিল-জুন, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে ইন্টারনেট সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান 6th Bangladesh School of Internet Governance (bdSIG) আয়োজনঃ

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৬-২৮ মে, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ বারের মতো ইন্টারনেট বিশ্বের অংশীজনের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ স্কুল অব ইন্টারনেট গভর্নেন্স (বিডিসিগ) আয়োজিত হয়। বিগত ২৬ মে, ২০২২ তারিখে শুরু হওয়া বিডিসিগ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরামের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, এমপি মহোদয়। উল্লেখ্য, Bangladesh Internet Governance Forum (BIGF) ইন্টারনেট সেবা, সেবা সংক্রান্ত জনসচেতনা বৃদ্ধি, ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জাতি সংঘের একটি সংস্থা। যে সংস্থাটি Internet Governance Forum (IGF) সহ APNIC, SENF ও ICANN সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। IGF/BIGF-এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়োমিতভাবে বাংলাদেশে School শিক্ষার্থীদের জন্য bdSIG, যুব সমাজের জন্য Youth IGF সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, BIGF ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের সাথে কাজ করে থাকে।

তিনদিনব্যাপী স্কুলে ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি প্রক্রিয়া, ইন্টারনেট গভর্নেন্স প্রক্রিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি?, মেশিন লার্নিং কি? হাতে কলমে মেশিন লার্নিং: টাইটানিক প্রজেক্ট, শূন্য থেকে পাইথন মেশিন লার্নিংয়ের বেবি স্টেপ, চর্তুথ শিল্প বিপ্লব, কেরিয়ার টক, ফেলোশিপ অপরচুনিটি ইন আইজি প্রসেসসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উক্ত ৬ষ্ঠ বিডিসিগ-এ YWCA স্কুলের শিক্ষার্থীসহ সত্তরজন ফেলো অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশে বিটিআরসি'র বিভিন্ন বিভাগের মোট ১৪জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: BIGF ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৬-২৮ মে, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ বারের মতো ইন্টারনেট বিশ্বের অংশীজনের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ স্কুল অব ইন্টারনেট গভর্নেন্স (বিডিসিগ) আয়োজন করা হয়।

মোবাইল অপারেটর কর্তৃক নতুন আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা (ইন্টারনেট) প্যাকেজ এবং নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ চালুকরণঃ

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রাহকরা মোবাইল অপারেটররের ইন্টারনেট ডাটা ব্যবহারের সময়সীমা বেঁধে না দেওয়ার দাবি উত্থাপন করে। গত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে সেলুলার মোবাইল ফোন সমূহের ডাটা এবং ডাটা প্যাকেজ সম্পর্কিত নতুন নির্দেশিকার বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গ্রাহকদের স্বার্থে সীমাহীন মেয়াদের প্যাকেজ প্রদানের জন্য মোবাইল অপারেটরসমূহকে অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে বিটিআরসি'র মোবাইল অপারেটর সমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মধ্যে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে ০২ টি বিশেষ ক্যাটাগরীর ডাটা প্যাকেজ চালু করার নির্দেশনা প্রদান করে। নির্দেশনা অনুযায়ী মোবাইল অপারেটরসমূহকে গ্রাহক স্বার্থে মোবাইল অপারেটরসমূহ ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মধ্যে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে ০২ টি বিশেষ ক্যাটাগরীর ডাটা প্যাকেজ চালু করে।

(১) আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা প্যাকেজ, (২) নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ।

চিত্রঃ মোবাইল অপারেটর কর্তৃক নতুন আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা (ইন্টারনেট) প্যাকেজ এবং নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ এর শুভ উদ্বোধন

গত ২৮/০৪/২০২২ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনা করে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা প্যাকেজ এবং নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজ এর উদ্ধোধন করেছেন।

আনলিমিটেড (মেয়াদবিহীন) ডাটা প্যাকেজসমূহঃ

GP	Robi	Banglalink	Teletalk
15 GB at 1099 TK	10 GB at 319 TK	5 GB at 306 TK	26 GB at 309 TK
5 GB at 449 TK			6 GB at 127 TK

নিরবচ্ছিন্ন মাসিক ইন্টারনেট প্যাকেজসমুহঃ

GP
399 TK for 30 Days (Upto 1GB Daily usage)
649 TK for 30 Days (Upto 2GB Daily usage)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশ্রিত শিক্ষা পদ্ধতিতে ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালা:

গত ২৮ জুন, ২০২২ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ, ঢাকা তে বিটিআরসি, অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এবং অ্যালায়েন্স ফর অ্যাফোর্ডেবল ইন্টারনেট (A4AI) এর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশ্রিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত ধারা পরিবর্তন করে প্রযুক্তিকেন্দ্রিক মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ইন্টারনেট ও কানেক্টিভিটি মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়েছে তাই সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছাতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মিশ্রিত শিক্ষা (Blended Education) বাস্তবায়নে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সর্ম্পকে বিশদ উপস্থাপনা করেন বিটিআরসির সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে মোবাইলফোন ব্যবহারকারী ১৮ কোটি ৪০ লাখ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সাড়ে ১২ কোটি। প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭৫ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৪,৪৩১টি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে এবং দুর্গম অঞ্চলে আরো ১২৩ টি ইউনিয়নকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কানেক্ট করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপস্থাপনায় তিনি আরো বলেন, ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ১ লাখের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৫ ভাগ এবং ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এজন্য প্রায় ১৪ লাখ ইন্টারনেট সংযোগের পাশাপাশি ৯৮,৬৩৬ টি ডিজিটাল ডিভাইস তথা ল্যাপটপ এবং প্রতিটি ক্লাসরুমের জন্য ২০ থেকে ৩০ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ প্রণয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, নারী, শারিরীকভাবে অক্ষম জনগোষ্ঠীসহ অনানুষ্ঠানিক খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

চিত্রঃ ২৮/০৬/২০২২২ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশ্রিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালার একাংশ

সমাপনী বক্তব্যে বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত রায় মৈত্র বলেন, কর্মশালায় উপস্থাপিত পরামর্শ ও সুপারিশগুলো ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন, আর্থিক সংস্থান, ব্যবস্থাপনা, রক্ষাবেক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

A4AI এর জাতীয় সমন্বয়ক শহীদ উদ্দিন আকবর এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিটিআরসির ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগের কমিশনার প্রকৌশলী মো: মহিউদ্দিন আহমেদ, লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, A4AI এর হেড অব এশিয়া প্যাশিফিক অঞ্জু মঙ্গলসহ এটুআই, শিক্ষা মন্ত্রণলায়, টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ ২৮/০৬/২০২২২ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশ্রিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে ওয়ার্কিং সেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। গ্রুপগুলো নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন: (১) সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড সেবা (Broadband in public secondary and Primary Schools), (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড সেবা (Broadband in Universities) (৩) কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Technical Training Programs) ও (৪) জনসাধারণের তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (Public ICT Awarness and Capacity building programs)।

e-SIM কার্ড কি (e-SIM CARD) :

ই-সিম কার্ড এর পূর্ণরুপ হচ্ছে এম্বেডেড সিম কার্ড (Embedded SIM Card)। সাধারণ মোবাইল ফোনকে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার জন্য মোবাইল ফোনে প্লাস্টিকের উপর প্রিন্টেড ইলেক্ট্রনিক চিপ তথা সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের সিমকার্ড সাধারণত প্রতিস্থাপন যোগ্য। অপরদিকে e-SIM কার্ড বিশিষ্ট মোবাইল ফোনে, ফোনটিকে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার জন্য ইলেক্ট্রনিক চিপটি বা সিমকার্ডটি ফোনের মাদারবোর্ডে প্রিন্টেড বা Embedded অবস্থায় থাকে। এই ধরণের সিম প্রতিস্থাপনযোগ্য নয়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে

গ্রামীণফোন লিমিটেড দেশে প্রথম e-SIM চালু করার জন্য বিটিআরসির নিকট আবেদন করে। তৎপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে এ e-SIM এর নিরাপত্তা ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে গত ০৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে e-SIM চালু করার অনুমোদন প্রদান করে।

e-SIM এর নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি:

(১) e-SIM ব্যবহার করে নতুন নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডি-রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে সাধারণ সিমের ন্যায় বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে করতে হবে;

(২) যেহেতু এখানে কোনো আলাদা সিম কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে না সেহেতু সিম রিপ্লেসমেন্টের কোনো সুযোগ নেই;

(৩) e-SIM ব্যবহারকারী গ্রাহকের কোনো তথ্য অপারেটর কোনো ক্লাউডে সংরক্ষণ করবে না;

(৪) ফোন চুরি হয়ে গেলে অপারেটর নেটওয়ার্ক থেকে সিমটি ডিএক্টিভেট করা হলে ঐ ফোন এবং সিম কোনোটাই ব্যবহার করা যাবে না;

(৫) GSMA সার্টিফায়েড মোবাইলফোন সেট ব্যতীত e-SIM ব্যবহার করা যাবে না;

(৬) অপারেটরের e-SIM প্ল্যাটফর্মটি GSMA কর্তৃক নিয়মিত অডিট করা হয়ে থাকে;

(৭) QR কোডটি একই সময় দুইটি ফোনে ব্যবহার করা যাবে না;

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি-টিভি) পরিচালনার অনাপত্তি প্রদানঃ	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান	কমিশন হতে অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি টিভি) পরিচালনার অনাপত্তি প্রদান	মন্তব্য
'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০' এবং 'ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ২০১৮' সমূহের ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা ভবিষ্যতে ডোমেইন বন্ধ বিবেচনা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি টিভি) হিসাবে নিবন্ধিত সকল প্রতিষ্ঠানকে বিটিআরসি হতে অনাপত্তি/ এনওসি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিশন হতে নিম্ন ছক অনুযায়ী অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি টিভি) পরিচালনার অনাপত্তি করা হয়েছেঃ	১৪	১১	অবশিষ্ট ০৩টি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরুর কোন আবেদন করেনি।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস বিভাগ

পদ্মাসেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে পদ্মাসেতু ও তদসংলগ্ন এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পদ্মাসেতু উদ্বোধন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেতু ও তদসংলগ্ন এলাকায় মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য মোবাইল অপারেটরদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মোবাইল অপারেটরগণ যাতে তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে তদুদ্দেশ্যে সার্বিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে SSF, বিটিআরসি ও সেতু বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। অতঃপর বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক মোবাইল অপারেটরদের গৃহীত পদক্ষেপ ও নেটওয়ার্কের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার সংশ্লিষ্ট এলাকা গত ২৪/০৬/২০২২ খ্রিঃ-এ পরিদর্শন করেছেন।

এ সময় তিনি মাওয়া প্রান্তে সার্ভিস এরিয়া-১ এর কাছে গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থাপিত একটি স্থায়ী সাইট এবং মাওয়া প্রান্তে গ্রামীণফোন ও টেলিটক কর্তৃক স্থাপিত অস্থায়ী সাইট তথা Cell On Wheel (COW) পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে পরিদর্শক দল সেতুর উপরে এবং জাজিরা প্রান্তের নেটওয়ার্কের মান যাচাই করেন। এ সময় অপারেটরগণ বিটিআরসি চেয়ারম্যানের কাছে তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেন। অপারেটরগণ মাওয়া ও জাজিরা উভয়প্রান্তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত সকলের মানসম্মত নেটওয়ার্ক নিশ্চিতে বিদ্যমান সাইট ও অস্থায়ী সাইটে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি, সর্বোচ্চ পরিমাণে তরঙ্গ, ০২টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টেনা, ০৬টি 4th Cell ইত্যাদি সংযোজন এবং ২জি, ৩জি ও ৪জি প্রযুক্তির সক্ষমতা ও ট্রান্সমিশন সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন।

২) সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা সহ দেশের অন্যান্য বন্যাকবলিত স্থানে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানঃ

প্রবল ভারীবর্ষণ ও অতিবৃষ্টির ফলে সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা এই তিন জেলাসহ অন্যান্য আরও অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয় এবং জেলাসমূহের অধিবাসীগণ চরম দুর্ভোগের শিকার হন। বন্যাপ্লাবিত এলাকায় অবস্থিত অনেক সাইট (BTS) বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উক্ত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। বিটিআরসি হতে বন্যাকবলিত স্থানসমূহের টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর উদ্দেশ্যে গত ২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ-এ একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত মনিটরিং সেল দুর্যোগ কবলিত স্থানে নেটওয়ার্ক পুনরায় সচলের জন্য সকল অপারেটরদের সাথে সার্বিক সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে বিটিআরসি হতে ০৪ টি অপারটরের মোট ১৬টি টোল ফ্রি নম্বরের অনুমোদন প্রদান করে সেসকল নম্বরসমূহ সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। যা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উদ্ধার-তৎপরতা ও ত্রাণ বিতরণ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও গঠিত মনিটরিং সেলের প্রতিনিধি সিলেট অঞ্চলে সরেজমিনে পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিচালনা করেছেন। মোবাইল অপারেটর, এনটিটিএন সহ অন্যান্য অপারেটরগণের সার্বিক প্রচেষ্টায় অসচল সাইটসমূহ পুনরায় সচল হয়েছে।

৩) বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ-এর ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট কার্যক্রম পরিচালনাঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ মোতাবেক বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ অপারেটরের Information System Audit সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Information System Audit সম্পাদনের নিমিত্ত বিটিআরসি কর্তৃক অডিটটি পরিচালনার জন্য যৌথভাবে অডিট ফার্ম হিসেবে Masih Muhith Haque & Co. ও ANB Solutions Pvt. Limited নিযুক্ত হয়েছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত নিযুক্ত অডিট ফার্ম ১টি Inception report ও ৪টি Progress report দাখিল করেছে।

৪) IP Based Interconnection বাস্তবায়নঃ 4G নেটওয়ার্কে অফনেট VoLTE কল পরিচালনা IP-Based Interconnection ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে তথা বর্তমানে ব্যবহৃত TDM technology তে সম্ভব নয় বিধায় বিটিআরসি থেকে গত ০৬-০২-২০২২ খ্রিঃ সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটরের অনুকূলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক IP-Based Interconnection বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য একটি নির্দেশনা জারী করা হয়। পরবর্তীতে IP-Based আন্তঃসংযোগ বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমপরিচালনা সংক্রান্ত অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কমিশনে প্রেরণের জন্য গত ২৮-০৪-২০২২ খ্রিঃ এআইওবি ও এমটবকে আরও একটি নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে।

৫) Data Information System (DIS) সফটওয়্যার সিস্টেম স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যার সরবরহের জন্য গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিঃ এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

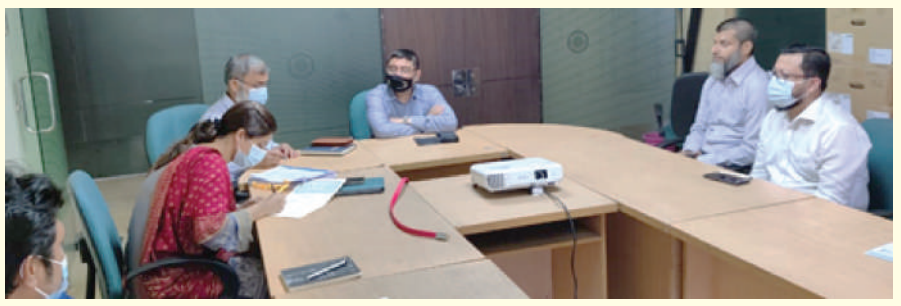

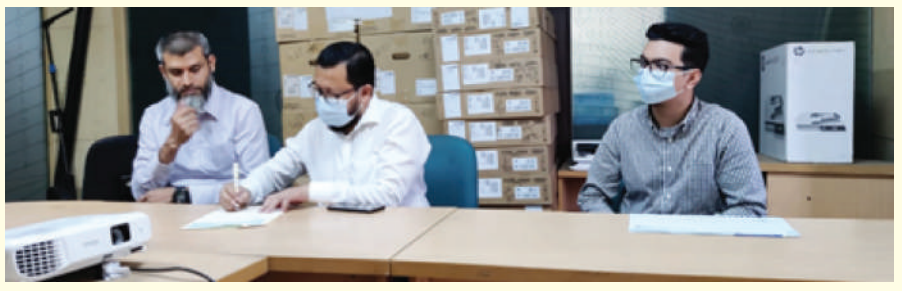

৬) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর গ্রামীণফোন লিঃ ও রবি আজিয়াটা লিঃ এর সাথে এনটিটিএন অপারেটর সামিট কমিউনিকেশন লিঃ এবং ফাইবার@হোম লিঃ এর মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তা নিরসনের লক্ষ্যে গত ১১-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে বিটিআরসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এনএনটিএন এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সাথে চলমান অমীমাংসিত বিষয়গুলো দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অপারেটরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

স্পেকট্রাম বিভাগ

সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি বাংলাদেশ (ক্যাব) এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি বাংলাদেশ (ক্যাব) হতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এ স্থাপিত ATC (Air Traffic Control) টাওয়ার এ রাডার অ্যাপ্রোচ কমিউনিকেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত তরঙ্গে (১২১.৩০০ মেঃ হাঃ) আগত বিদ্যমান ইন্টারফিয়ারেন্স সিগন্যাল এর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নিরসনের জন্য গত ০৮/০৪/২০২২ তারিখ উক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে (আন্তর্জাতিক টার্মিনাল-২ ট্যাক্সি পার্কিং এরিয়া, মেঘনা এভিয়েশন হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার ও এয়ারক্রাফট টেক-অফ/ল্যান্ডিং রানওয়ে) তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি বাংলাদেশ (ক্যাব) ATC (Air Traffic Control) টাওয়ারে এয়ার টু গ্রাউন্ড রাডার অ্যাপ্রোচ কমিউনিকেশনের জন্য ব্যবহৃত ১২১.৩০০ মেঃ হাঃ তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার (অবাঞ্চিত শব্দ) সত্যতা পাওয়া যায়। রাডার অ্যাপ্রোচ কমিউনিকেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত তরঙ্গে (১২১.৩০০ মেঃ হাঃ) প্রতিবন্ধকতার উৎস অনুসন্ধানের জন্য ১২১.৩০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ডে পরিচালিত ভিএইচএফ-ট্রান্সমিটারটির power off অবস্থায় বিমান বন্দরের টার্মিনাল-২ পার্কিং এরিয়া, মেঘনা এভিয়েশন হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার ও এয়ারক্রাফট টেক-অফ/ল্যান্ডিং রানওয়ে এলাকায় ইন্টারফিয়ারেন্স সিগন্যাল এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিবীক্ষণ শেষে প্রাপ্ত তথ্য বিটিআরসি'র হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসে বিশ্লেষণ করে Direction Finding করলে একটি ক্রস পয়েন্ট পাওয়া যায় (হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসে প্রাপ্ত স্ক্রিনশট সংযুক্ত)। উক্ত ক্রস পয়েন্টের সম্ভাব্য অবস্থান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার বাংলাদেশ বিমানের হ্যাঙ্গার অংশে অবস্থিত (২৩.৫১'০৯.৬" E ৯০.২৩'৫৩.০" E)। হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং ডিভাইসে প্রাপ্ত ক্রস পয়েন্টে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে বাংলাদেশ বিমানের হ্যাঙ্গারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থিত ড্রিমলাইনার বোয়িং-৭৮৭ বিমানের ভিএইচএফ-ট্রান্সমিটার হতে ATC (Air Traffic Control) টাওয়ারে স্থাপিত বর্ণিত ভিএইচএফ-ট্রান্সমিটারে ইন্টারফিয়ারেন্স সিগন্যাল পাঠানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে । পরবর্তীতে সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি ও হ্যাঙ্গারে নিয়োজিত বিমানের প্রকৌশলীদের সাথে আলোচনা ও যৌথ প্রচেষ্টায় ড্রিম লাইনার বোয়িং-৭৮৭ বিমানের ভিএইচএফ-ট্রান্সমিটার রিসেট করার মাধ্যমে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নিরসন করা হয়েছে।

রবি আজিয়াটা লিঃ এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে গুলশান এভিনিউতে স্থাপিত Small Cell BTS এর কভারেজ এরিয়া পর্যবেক্ষণঃ

গুলশান এভিনিউতে United Commercial Bank Head Office সংলগ্ন ট্রাফিক সিগন্যাল পয়েন্টে স্থাপিত Small Cell (Directional Sector Antenna) এর Coverage Area/সিগন্যাল স্ট্রেংথ পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২৫/০৫/২০২২ তারিখ উক্ত এলাকায় টি ১৮১৯-১৮২৯ মেঃ হাঃ ব্যান্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন দেখা যায়, Small Cell (Directional Sector Antenna) টি একটি Mother BTS এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, যা গুলশান এভিনিউতে United Commercial Bank Head Office সংলগ্ন ট্রাফিক সিগন্যাল পয়েন্টে রাস্তার মাঝে আই-লাইনে ল্যাম্প পোস্টে ভূমি হতে আনুমানিক ০৮ (আট) ফিট উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Small Cell টি ১৮১৯-১৮২৯ মেঃ হাঃ ব্যান্ডে এবং এর Mother BTS টি ১৮১৫-১৮৩৫ মেঃ হাঃ ব্যান্ডে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস Narda IDA-2 দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য হতে নিশ্চিত হওয়া যায়। পাশাপাশি রবি আজিয়াটা লিঃ এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৮১৫-১৮৩৫ মেঃ হাঃ ব্যান্ডে পরিচালিত আশপাশের Neighbour BTS সহ Small Cell এর Mother BTS এর পাওয়ার বন্ধ করে এবং Small Cell (Directional Sector Antenna) টি সচল রেখে ৫০-৬০ মিটার দূরত্ব হতে (লাইন অফ সাইট ব্যতীত) হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস দ্বারা সিগন্যাল এর তথ্য সংগ্রহ করা হয় যেখানে সিগন্যাল স্ট্রেংথ প্রায়-৮২ dBm পরিলক্ষিত হয়।

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল শাখা

কমিশনের লিগ্যাল শাখা কর্তৃক আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাসহ দেশের সর্বোচ আদালত সুপ্রীমকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা এবং কমিশনের নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তি অন্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়ে থাকে। তৎপ্রেক্ষিতে, গত তিন মাসের (এপ্রিল-জুন) কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স বিভাগের লিগ্যাল শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকাশযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও অর্জনের সারসংক্ষেপঃ

১। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ ০৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ এর তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল (কপি সংযুক্ত)।

২। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার মামলা নং-০২, তারিখঃ ০৫-১২-২০১৮ খ্রিঃ এর তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল (কপি সংযুক্ত)।

৩। চট্টগ্রাম জেলার বাকলিয়া থানার মামলা নং-১১, তারিখঃ ০৭-১২-২০১৮ খ্রিঃ এর তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল (কপি সংযুক্ত)।

৪। গত ০৪/০৪/২০২২ তারিখে কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইন উপদেষ্টা এবং উচ্চ ও নিম্ন আদালতের প্যানেল আইনজীবীগণের সাথে বিটিআরসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় সভা।

৫। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর সাথে জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ হসপিটালের সম্পাদিত খসড়া Memorandum of Unders tanding (MoU) এবং ল্যাবএইড গ্রুপ এর সম্পাদিত খসড়া Agreement টি কমিশনের লিগ্যাল শাখা কর্তৃক যথাযথভাবে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স সংক্রান্ত

গত ১২/১০/২০২১ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বেসরকারি পর্যায়ে Submarine Cable License প্রদানের বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে গত ২২-০২-২০২২ তারিখে "Invitation to Offers/Proposals for Granting Lincense for Submarine Cable System and Services" শিরোনামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ০৬ টি প্রতিষ্ঠান থেকে Offers/Proposals দাখিল করেছে। যার মূল্যায়ন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।

লাইসেন্স সংখ্যা

অত্র কমিশন ২৮ টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে লাইসেন্স প্রদান করে। অদ্যাবধি কমিশন হতে ৩,৫০১ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। ন্যাশনওয়াইড, ডিভিশনাল, ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলা/থানা ক্যাটাগরির ভিত্তিতে নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আইএসপি লাইসেন্সিং গাইডলাইন জারির পর কনভার্সনসহ ন্যাশনওয়াইড, ডিভিশনাল, ডিস্ট্রিক্ট এবং উপজেলা/থানা সর্বমোট ২,৮৩৮ টি আইএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লিমিটেড এর নিকট রূপান্তরিত লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়।
(বিটিআরসি, ঢাকা, ১০ এপ্রিল ২০২২)

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ দ্বারা সৃষ্ট বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি সরকারের পক্ষে সর্বোচ্চ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আহরণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিটিআরসি এ পর্যন্ত ৬৮,৯০৮.২৯ কোটি (আটষট্টি হাজার নয়শত আট কোটি উনত্রিশ লক্ষ) টাকার অধিক রাজস্ব আহরণ করেছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩,৩২০.০০ কোটি এবং প্রকৃত রাজস্ব অর্জিত হয়েছে ৪,৩৫৯.৩৩ কোটি, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩১% বেশি অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, আরো উল্লেখ্য যে, বিগত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ৭০০.০০ কোটি টাকাসহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশনের রাজস্ব, মূলধনী এবং স্যাটেলাইট ব্যয় পরবর্তী অবশিষ্ট অর্থ সর্বমোট ৩,০২১.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

অবৈধ জ্যামার, বুস্টার ও রিপিটার সরবরাহ/বিক্রয় প্রতিহত করার লক্ষ্যে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ (১ এপ্রিল- ৩০ জুন, ২০২২):

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	জব্দকৃত মালামাল	সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
১০ টি	জ্যামার	১২ টি	০৬ টি	০৯ জন
	বুস্টার	৫২ টি		
	আউটডোর এবং ইনডোর এন্টেনা	১৬৩ টি		

এছাড়াও গত ২০/০৪/২০২২, ২৫/০৪/২০২২ এবং ১১/০৫/২০২২খ্রিঃ তারিখে ইএন্ডআই পরিদর্শকদল কর্তৃক অনলাইন মার্কেট প্লেস Daraz, bdstall.com এবং ClickBD Limited এর অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের Web Portal/App থেকে এ অবৈধ জ্যামার, বুস্টার, রিপিটার এবং বিটিআরসি'র অনুমোদনবিহীন বেতার যন্ত্রপাতি বিক্রয়কারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ব্লক করে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনসমূহ অপসারণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক অবৈধ জ্যামার, রিপিটার ও নেটওয়ার্ক বুস্টার বাজারজাত/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র।

অবৈধ ওয়াকি-টকি সেট এর বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ (১ এপ্রিল- ৩০ জুন, ২০২২):

অভিযানের সংখ্যা	জব্দকৃত ওয়াকি-টকি সেটের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
০৭ টি	২১৬ টি	০৬ টি	০৯ জন

চিত্রঃ ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক অবৈধ ওয়াকি-টকি সেটের বাজারজাত/ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র।

অবৈধ Voice over Internet Protocol (VoIP) এর বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ (১ এপ্রিল-৩০ জুন, ২০২২):

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	জব্দকৃত মালামাল	জব্দকৃত মালামালের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
২ টি	সিমবক্স	০৩ টি	০২ টি	০৩ জন
	জব্দকৃত সিমের সংখ্যা	৮৩ টি		
	অবৈধ VoIP কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সন্দেহে বন্ধকৃত সিমের সংখ্যা			

নকল ও বিটিআরসি'র অনুমোদনহীন এবং রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট এর বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ (১ এপ্রিল- ৩০ জুন, ২০২২):

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান/ দোকানের সংখ্যা	জব্দকৃত মোবাইল হ্যান্ডসেটের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
০৬ টি	২৮ টি	৯৯৬ টি	০৫ টি	১৪ জন

চিত্রঃ অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট এর বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র।

অবৈধ Direct to Home (DTH) এর বিরুদ্ধে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের বিবরণ (১ এপ্রিল- ৩০ জুন, ২০২২):

পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান/ দোকানের সংখ্যা	জব্দকৃত মালামালের নাম	জব্দকৃত মালামালের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	ধৃত আসামীর সংখ্যা
০২ টি	০৩ টি	Transmitter	০১ টি	০২ টি	০৩ টি
		DTH Satellite Receiver	২২ টি		
		Hybrid Amplifire	০২ টি		
		MMDS Converter	০১ টি		
		DTH LNB	৩০ টি		

অবৈধ Voice over Internet Protocol (VoIP) এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে জব্দকৃত সিমসমূহের বিপরীতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬৫ (৫) অনুযায়ী শুনানীসহ আইনী কার্যক্রম শেষে মোবাইল অপারেটরদের উপর আরোপকৃত পুনঃনির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানার পরিমানঃ

	মোবাইল অপারেটরদের নাম	শুনানির পর পুনঃনির্ধারিত জরিমানার পরিমান
১।	গ্রামীণফোন লিঃ	৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা
২।	রবি আজিয়াটা লিঃ	২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা
৩।	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা
৪।	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা

এছাড়াও বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স, লাইসেন্সিং গাইডলাইন্স ও কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে কিনা সে লক্ষ্যে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক নিয়মিত অভিযান/পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নিউজ কর্ণার

- গ্রামীণফোনের সিম বিক্রিতে বিটিআরসি'র নিষেধাজ্ঞা। সূত্রঃ যুগান্তর, ৩০ জুন ২০২২।
- অবৈধ টেলিকম সরঞ্জাম জব্দ করেছে বিটিআরসি। সূত্রঃ দেশ রূপান্তর, ১৯ মে ২০২২।
- মোবাইলে 'মেয়াদহীন' ডাটা প্যাকেজ চালু। সূত্রঃ দেশ রূপান্তর, ২৮ এপ্রিল ২০২২।
- 48% mobile phone customers in Bangladesh have a smartphone. সূত্রঃ The Daily Star, ২৫ মে ২০২২।
- বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উদযাপিত। সূত্রঃ বণিক বার্তা, ৩০ মে ২০২২।

The Daily Star

48% mobile phone customers in Bangladesh have a smartphone

Mohammad Hasan

Wed May 25, 2022 00:00 AM Last update on: Wed May 25, 2022 10:29 AM

বিটিআরসি'র শ্রেষ্ঠ কর্মচারি (এপ্রিল-জুন, ২০২২)

নাম : মোঃ আমিনুল ইসলাম
পদবী : কম্পিউটার অপারেটর
বিভাগ: সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস

কমিশনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ১১-১৬ তম এবং ১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারিদের "ত্রৈমাসিক কর্মমূল্যায়ন" পর্যালোচনা সাপেক্ষে ০২ (দুই) জনকে সেরা কর্মচারি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। কমিশনের সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম কে (১১-১৬ তম গ্রেড) এবং লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আব্দুল মুন্নাফকে (১৭-২০ তম গ্রেড) এপ্রিল-জুন, ২০২২ এর সেরা কর্মচারি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

নাম : মোঃ আব্দুল মুন্নাফ
পদবী : অফিস সহায়ক
বিভাগ: লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(এপ্রিল-জুন, ২০২২) [প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা]

টুকরো খবর

চিত্র: কমিশনের নবযোগদানকৃত সচিব জনাব মো: নূরুল হাফিজ কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, কমিশনারবৃন্দ ও মহাপরিচালক (প্রশাসন) (কমিশন সভাকক্ষ, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল ২০২২)।

চিত্র: টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে "যমুনা টেলিভিশন" এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র (ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষ, ঢাকা, ০৫ জুন ২০২২)।

চিত্র: বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সাথে অ্যালায়েন্স ফর অ্যাফোর্ডেবল ইন্টারনেট (A4AI) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। অ্যালায়েন্স ফর অ্যাফোর্ডেবল ইন্টারনেট (A4AI) হল একটি বৈশ্বিক জোট যা নীতি ও নিয়ন্ত্রক সংস্কারের মাধ্যমে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমাতে কাজ করে (চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষ, ঢাকা, ০৯ মে ২০২২)।

চিত্র: হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত South Asian Telecommunication Regulators Council (SATRC) অনুষ্ঠান আয়োজন (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা, ২৫-২৬ মে ২০২২)।

চিত্র: বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সাথে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেন (চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষ, ঢাকা, ১৬ জুন ২০২২)।

চিত্র: ৪র্থ শিল্প বিপব (4IR) এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা (প্রধান সম্মেলন কক্ষ, বিটিআরসি , ৩০ জুন ২০২২)।

ছবি: বিটিআরসি কর্তৃক প্রথমবারের মত প্রকাশিত ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) নিউজলেটার 'টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুব্রত রায় মৈত্র, কমিশনার (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস) প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, কমিশনার (লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, মহাপরিচালক (প্রশাসন) মো: দেলোয়ার হোসাইন, মহাপরিচালক (সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস) ব্রিগে: জেনা: মো: নাসিম পারভেজ, মহাপরিচালক (স্পেকট্রাম) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল, মহাপরিচালক (লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) আশীষ কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব) প্রকৌশলী মোঃ মেসবাহুজ্জামান, সচিব (বিটিআরসি) মো: নূরুল হাফিজ, বিভিন্ন বিভাগ/ডিরেক্টরেটের পরিচালকবৃন্দ ও মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইংয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস ২০২২ উদযাপন

১৭ মে "বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০২২" উদযাপন উপলক্ষে ২৯ মে, ২০২২ রবিবার সকালে বিটিআরসি প্রাঙ্গণে র‍্যালি ও রোড শো এবং দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। র‍্যালি ও রোড'শোর উদ্বোধন এবং বর্ণিত সেমিনারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, উক্ত বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, বিটিআরসি চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার মহোদয়, কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা পরিষদ		উপদেষ্টা পরিষদ	
সম্পাদনায়	: জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি	প্রধান উপদেষ্টা	: জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।
সহ-সম্পাদনা	: জনাব মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক, বিটিআরসি	উপদেষ্টামন্ডলী	: জনাব সুব্রত রায় মৈত্র, ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি। প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, কমিশনার, বিটিআরসি। জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, কমিশনার, বিটিআরসি।
আলোকচিত্র ও ডিজাইন	: জনাব এমরান হোসেন গাজী, আলোকচিত্রী, বিটিআরসি আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।		